ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এর যৌথ কর্মসূচী

পরিচালক(প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)

এবং

সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৬ - জুন ৩০, ২০১৭

সূচি পত্র

১। সিপিপি কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র :---------- ০৩-০৪

২। প্রস্তাবনা :---------- ০৫

৩। সেকশন-১ : সিপিপির রূপকল্প (VIsion) , অভিলক্ষ্য (Mission),

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী---------- ০৬-০৭

৪। সেকশনঃ ২ কর্মসূচীর বিভিন্ন কার্যক্রমের চুড়ান্ত ফলাফল/

প্রভাব (Outcome/ Impact)---------- ০৮

৫। সেকশনঃ ৩ কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্ম সম্পাদন

সূচক এবং লক্ষ্য মাত্রা সমূহ---------- ০৯

৬। সংযোজনী:১ শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms) ----------

৭। সংযোজনীঃ২ কর্ম সম্পাদন সূচক সমূহ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-

৮। সংযোজনীঃ ৩ কর্মসম্পাদন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয় /

বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা----------

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the performance of Cyclone Preparedness Programme)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক অর্জনসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

১। গত ১০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে একীভূত ডাটা বেইজ প্রণয়নের লক্ষ্যে শাহানা সফটওয়ারে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের ডাটা এন্ট্রি ও কম্পিউটার এর উপর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ৫৫,২৬০ জন স্বেচ্ছাসেবকের খসড়া ডাটা বেইজ তৈরী করা হয়েছে।

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন মোতাবেক ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর আওতাধীন ৪০ টি উপজেলায় অতিরিক্ত ৩৯৩ টি স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট গঠন করা হয়েছে এবং ৫,৮৯৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। শহর এলাকায় ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার, আশ্রয় ও প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য প্রস্তুত রাখতে উপকূলীয় এলাকার সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে গত ২৬ ও ২৭ জুলাই, ২০১৫ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ এন্ড ইনভায়রমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ সম্মেলনকক্ষে সিপিপি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ২ (দুই) দিন ব্যাপী ভূমিকম্প বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সিপিপি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ভূমিকম্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ দানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। কর্মকর্তাদেরকে ভূমিকম্পের উপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের পর স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক ৪ (চার) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিদ্যমান সিলেবাসে কিছু বিষয় পরিবর্তন করে ভূমিকম্পের উপর মোট ৩টি অধিবেশন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৫। সিডিএমপি, বিডিআরসিএস এর মাধ্যমে ইসিপিপি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সেভ্য দা চিল্ড্রেন, PCI-Bangladesh, GIZ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট প্রকল্পের সহায়তায় এ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মাঠ মহড়া আয়োজন এবং সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ-

(ক)	স্বেচ্ছাসেবকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	- ৩৬,০৮১ জন স্বেচ্ছাসেবককে
(খ)	ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া আয়োজন করা হয়েছে	- ৫০ টি।
(গ)	সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ও স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহ করা হয়েছে	- ২৫,৭৪৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে।
(ঘ)	সমুদ্রগামী জেলেদের সমুদ্র নিরাপত্তা বিষয়ক ১ (এক) দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	- ৫৪০০ জন জেলেকে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারণ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং নতুন নতুন দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিতে ৫৫,২৬০ জন স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। তাদের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকার কারণে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার সরবরাহ এবং সাংকেতিক যন্ত্রপাতি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়জনিত দুর্যোগের ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিয়মিতভাবে জনসাধারণের মধ্যে গনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়ার আয়োজন, প্রশিক্ষণ প্রদান, মঞ্চ নাটক, জারি গান, সারিগান, উঠান বৈঠক নিয়মিত বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হলে দুর্যোগ মোকাবেলায় পরিপূর্ণ সফলতা আসবে না।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

১। নতুন গঠিত ৩৯৩ টি ইউনিটের ৫,৮৯৫ জন স্বেচ্ছাসেবকসহ প্রশিক্ষণ প্রদান ও স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার এবং সাংকেতিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

২। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর অর্থায়নে "Enhancing the capacity of CPP volunteers and coastal fishermen to cope with Climate Change (ECCVCFCC)" শীর্ষক প্রকল্পের ২য় ফেইজের আওতায় ৯ টি উপজেলার ১৩,১৮৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মধ্যে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

৩। ৫৫,২৬০ জন স্বেছাসেবককে পরিচয় পত্র (Smart Card) প্রদান করা।

৪। নিয়মিতভাবে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সচল রাখা।

৫। গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়ার আয়োজন করা।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

১। সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক উপ-বিধি সংশোধন করতঃ হালনাগাদকরণ।

২। সিপিপির অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগ বিধি প্রনয়ণ।

৩। ৫৫,২৬০ জন স্বেচ্ছাসেবকের চুড়ান্ত ডাটা বেইজ প্রস্তুত।

৪। সরকারি অর্থায়নে ৪০ টি উপজেলায় নিয়মিতভাবে স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ।

৫। সরকারি অর্থায়নে ৪০ টি উপজেলায় নিয়মিতভাবে উপজেলা, ইউনিয়ন এবং ইউনিট কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

উপক্রমনিকা (Preamble)

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে -

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক(প্রশাসন)

এবং

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর মধ্যে ২০১৬ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখে এই বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

সেকশন-১

ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির রূপকল্প (Vission), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলীঃ

১.১ রূপকল্প (Vission)ঃ

বাংলাদেশের উপকূলীয় জনসাধারণের দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস/ কমিয়ে আনা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

দুর্যোগে সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

- দুর্যোগে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস।
- সমাজ কল্যাণ ও মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও আত্মত্যাগী মনোভাব সৃষ্টি।
- দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং উন্নয়ন।
- ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

দুর্যোগে দ্রুত সারা প্রদানের জন্য বেতার যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ।

আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত বোধগম্য ও প্রতিষ্ঠিত করা এবং ঘূর্ণিঝড় সংকেত এর সাথে সম্পৃক্ত জনসাধারণের কার্যকরী সাড়া প্রদান নিশ্চিতকরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ কর্মসুচির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১। দুর্যোগে সাড়া প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি।
২। ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিপদাপন্নতা হ্রাস।
৩। স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি।
৪। ঘূর্ণিঝড়জনিত সতর্ক সংকেত প্রচারের দক্ষতা বৃদ্ধি।
৫। জানমাল ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১। দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন করা।
২। কার্য পদ্ধতি ও সেবার মান উন্নয়ন।
৩। দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৪। কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন।
৫। স্বেচ্ছাসেবকদের মান উন্নয়ন।
৬। ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার নিশ্চিত করা।

১.৪ কার্যাবলীঃ

- ঘূর্ণিঝড়ের সংকেত প্রচার
- দূর্গতদের আশ্রয় প্রদান
- উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রম
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা।
- স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন ও নিয়মিত পুর্নগঠন
- স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, জেলে, ঈমাম প্রমুখ কমিউনিটিকে মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্বেচ্ছাসেবক গিয়ার ও সাংকেতিক যন্ত্রপাতি বিতরণ
- ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া আয়োজন
- সচেতনতামূলক স্বেচ্ছাসেবক র‍্যালী আয়োজন
- সচেতনতামূলক পোষ্টার লিফলেট বিতরণ
- বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
- ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ
- উপজেলা , ইউনিয়ন ও ইউনিট কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠান।

সেকশন-২

সিপিপির বিভিন্ন কার্যক্রমের চুড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব (Outcome/Impact)

চুড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	চুড়ান্ত ফলাফল সূচক	একক	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯		
স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ	উপকারভোগী	সংখ্যা	১২৫১০	১০০০০	১২৫১০	১৭০০০	২১০০০	সিপিপির মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবক	কর্মসূচির বার্ষিক প্রতিবেদন
র‍্যালী	উপকারভোগী	সংখ্যা	০	০	৩৫০	৩৫০	৩৫০		
সাংকেতিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	উপকারভোগী	সংখ্যা	১১৫৪০	১১৫৪০	১২৫১০	১২৫১০	১২৫১০		
গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মাঠ মহড়া	উপকারভোগী	সংখ্যা	২৫	২৫	৪০	৪০	৪০		
ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণ	উপকারভোগী	সংখ্যা	১৪৮	১৪৮	১৪৮	১৪৮	১৪৮		
উপজেলা কমিটির সভা	উপকারভোগী	সংখ্যা	৪০	৪০	২৪০	৮০	৮০		
ইউনিয়ন কমিটির সভা	উপকারভোগী	সংখ্যা	১৫০	১৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০		
ইউনিট কমিটির সভা	উপকারভোগী	সংখ্যা	২৫০	২৫০	৩৬৮৪	৩৬৮৪	৩৬৮৪		

সেকশন-৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্ম সম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা সমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৪-২০১৫	প্রকৃত অর্জন ২০১৫-২০১৬	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণয়ক ২০১৬-২০১৭					প্রক্ষেপন ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপন ২০১৮-১৯
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতিমানের নিম্নে		
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
সিপিপির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														

আমি পরিচালক(প্রশাসন), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচি(সিপিপি) এর প্রতিনিধি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এইচুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি হিসেবে অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিতঃ

২৭/০৬/২০১৮

পরিচালক(প্রশাসন)
ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসুচি (সিপিপি)

২৭ জুন ২০১৮

তারিখ

সচিব
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

২৯/০৬/২০১৮

তারিখ